

বাজেট বাজেটঃ বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের এবারের বাজেটের তুলনামূলক আলোচনা -বিপ্লব

আমি অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ নই। তাই অর্থমন্ত্রীর পুরো ভাষন বোঝা এবং পড়ার ধৈর্য্য কোনটাই আমার নেই। যেটা দৃষ্টিকটু মনে হচ্ছে সেটা নিয়েই লিখছি। এবার মার্চে ভারতের ফেডারেল বাজেট যখন পেশ হলো, আমি ব্যাঙ্গালোর থেকে হাইদ্রাবাদ যাচ্ছিলাম-সাথে ছিল আমাদের মার্কেটিং এর ভিপি। প্লেনের মধ্যে, হোটেলের সর্বত্র বাজেট নিয়ে হট আলোচনা। সবাই নিজের আখেরটা বুঝে নিচ্ছে-তাদের সেক্টরে ছাড় আছে কি না। ইম্পাক্ট কি। ভিপি সাহেব হ্যাঁ করে শুনে বললেন, আরে দেশের ব্যবসা যদি বাজেট এবং রাজনীতির ওপর এতো নির্ভরশীল হয়, পুঁজির বৃদ্ধি ভারত ধরে রাখতে পারবে না।

যাইহোক গত সপ্তাহে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের বাজেট পাশ হলো। নানা মুনির নানা মত দেখে, ভাবলাম আমিও কিছু বলি।

প্রথমে বাংলাদেশের বাজেটে আসি। জনাব কুদ্দুস খান আমায় অনুরোধ করেছিলেন বাংলাদেশের বাজেট ভালো করে দেখতে।

প্রথমেই যেটা চোখে পড়লো, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের সরকারের উপায় বেশ কম এবং তার অনেকটাই বৈদেশিক সাহায্য, বৈদেশিক ঋণ এবং আভ্যন্তরীণ ঋণের ওপর নির্ভরশীল।

এবারের বাজেটে অনুযায়ী, বাংলাদেশ সরকার উপায় করে ৭৬,০০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৪২,০০০ কোটি টাকা আসে ট্যাক্স থেকে, ১০,০০০ কোটি টাকা নন ট্যাক্সেবল ট্যারিফ, বাকী প্রায় ১৪,০০০ কোটি টাকা বৈদেশিক এবং আভ্যন্তরীণ ঋণ। সরকারের খরচ ৯৯,০০০ কোটি টাকা! অর্থাৎ প্রায় ২৩,০০০ কোটি টাকার ভর্তুকি, মানে ইনফ্লেশন বা টাকার অবমূল্যায়ন এই বছর আরো বাড়বে। যেটা বুঝতে পারছি না, একটা ১৪ কোটি দেশের লোকের সরকারের উপায় এতো কম কেন? গত বছর থেকে এবার উপায় বৃদ্ধি ধরা হয়েছে মোটে ছয় হাজার কোটি টাকা বা ১২%-ইনফ্লেশন বাদ দিলে, সাদা বৃদ্ধি হবে ৫-৬% এর কাছাকাছি। এবার জন সংখ্যার বৃদ্ধি এর সাথে যোগ দিলে, জনপ্রতি উপায় বাড়বে বলে ধরা হচ্ছে ৪-৫% এর কাছাকাছি। এটা নাও হতে পারে-গত বছরের সংখ্যা থেকে বোঝা যাচ্ছে জনপ্রতি উপায় বেড়েছে বোধ হয় ২-৩% এর মধ্যে। ভারতের জনপ্রতি ৮%, চীনের ৯% বৃদ্ধির হার মনে রাখলে, উন্নয়নশীল দেশের জন্য, সরকারের এই পারফরম্যান্স সন্তোষজনক নয়। হতাশাজনকই বলবো।

এবার উন্নয়ন খাতে বাংলাদেশের বরাদ্দ ২৬,০০০ কোটি টাকা বা বাজেটের ২৬%। এর মধ্যে ঋণ থেকে আসবে ১৭,০০০ কোটি টাকা। সুতরাং এই খরচটা এমন সেক্টরে হওয়া উচিত যেখান থেকে রিটার্ন ওব ইনভেস্টমেন্ট বেশ বেশী-নচেৎ ঋণের জালে ডুববে সরকার। কিন্তু সেরকম কিছু দেখলাম না-পরিকাঠামোর মধ্যে শুধু বিদ্যুৎ প্রকল্পের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে- ৩৫০০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। কি করে বাংলাদেশ ঋণ শোধ দেবে সেটা বোধগম্য হলো না।

বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষাখাতে উন্নয়ন বাবদ ব্যয় মোটে ১৫৬০ কোটি টাকা, বেতন বাবদ ৬১৭৮ কোটি টাকা-যেখানে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাখাতে এবারের বরাদ্দ ২৪,৭০০ কোটি টাকা (বাংলাদেশি টাকায় ৩৮,২০০ কোটি টাকা)। অর্থাৎ শিক্ষাখাতে পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশের প্রায় ছয়গুন খরচ করে।

এখন পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা আট কোটি ধরলে, শিক্ষা খাতে জনপ্রতি খরচ পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলাদেশী সরকারের চেয়ে প্রায় দশ গুন বেশী করছে। পশ্চিম বঙ্গের বাজেটের ২৫% শিক্ষাখাতে যায়, যেখানে বাংলাদেশ খরচ করছে মাত্র ৮%।

ধর্মের খাতে বাংলাদেশী সরকারের ব্যয় (উন্নয়ন এবং বেতন মিলিয়ে) $৭৩+১২২=১৯৫$ কোটি টাকা। যেখানে সংস্কৃতি খাতে ব্যয় ধরা হয়েছে $১৯৭ (৬৮+১৩১)$ কোটি টাকা। সংস্কৃতির উন্নয়ন খাতে ব্যয়, ধর্মের চেয়ে পাঁচ কোটি টাকা কম।

সুতরাং সন্দেহ নেই বর্তমান বাংলাদেশী সরকার বাংলা সংস্কৃতির প্রচারের চেয়ে ইসলামিক সংস্কৃতির প্রচারেই বেশী খরচ করতে চান। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজেটে সংস্কৃতি বাবদ খরচ ৪১০ কোটি টাকা (বাংলাদেশী টাকায় প্রায় ৭০০ কোটি টাকা)। ভারতের কোন ধর্ম মন্ত্রক নেই-তাই ওই বাজে খরচ নেই। এই টাকাটার একটা অংশ যায় বাংলা বইয়ের পেছনে প্রিন্টিং সাবসিডি দিতে। যেকারনে কোলকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলা বইয়ের দাম কম-যেটা পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যের বাংলাদেশে জনপ্রিয়তার একটা মূল কারণ। যারা ভাবছেন বাংলা সংস্কৃতির ভারকেন্দ্র কোলকাতা থেকে ঢাকায় যাবে, তারা কি একবারো ভেবে দেখেছেন, বাংলাদেশ সরকার যদি বাংলা সংস্কৃতির পেছনে খরচ না করে, মসজিদ আর হজযাত্রার পেছনে টাকা নস্ট করে, সেটা সম্ভব নয়?

বাংলাদেশের বাজেটের আরেকটা দিকের আমি তীব্র সমালোচনা করবো। ডিফেন্স বাজেটে বরাদ্দ প্রায় ৪৫০০ কোটি টাকা। বাংলাদেশের ডিফেন্স এতো টাকা কিসের দরকার সেই প্রশ্নে আমি যাচ্ছি না। যেটা অবাক করেছে, এই টাকার সবটাই বেতন খাতে আর অস্ত্র কিনতে। ডিফেন্স রিসার্চে কোন বরাদ্দ নেই! ভারতের ৭২ টা ডিফেন্স গবেষণাগার আছে এবং তাদের বাজেট প্রায় দশ হাজার কোটি টাকা (বাংলাদেশী টাকায় পনেরো হাজার কোটি টাকা)। ডিফেন্স পুরো টাকাটা প্রায় ফালতু খরচ, কাজের বলতে এই রিসার্চের টাকাটা। এই ডিফেন্স-রিসার্চের টাকা থেকেই আই আই টিতে অত্যাধুনিক ল্যাবগুলো তৈরী হয়েছে। আমেরিকায় পৃথিবী সর্বশ্রেষ্ঠ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এম আই টি ও চলে এই ডিফেন্স-রিসার্চের টাকায়। সুতরাং বাংলাদেশ সরকার যদি ডিফেন্স বাজেটের অন্তত ১৪% রিসার্চের জন্য রাখতো (ভারতে ডিফেন্স-রিসার্চের বরাদ্দ ডিফেন্স বাজেটের ১৪%), বুয়েটের ল্যাবগুলো অনেক অত্যাধুনিক ভাবে সাজানো যেত-দেশেও অনেক মেধা গবেষণার জন্য রয়ে যেতো।

পশ্চিম বঙ্গের এবারের বাজেট বরাদ্দ $১২৯,০০০$ কোটি টাকা (বাংলাদেশী টাকায় $১৯৪,০০০$ টাকা) যা বাংলাদেশের বাজেটের দ্বিগুন। রাজ্যসরকারের বাজেট আমাদের ৬০% খরচ কভার করে। সেটা হিসাবে ধরলে পশ্চিম বঙ্গো জনপ্রতি বরাদ্দ বাংলাদেশে জনপ্রতি বরাদ্দের প্রায় পাঁচগুন। ফলে

(১) বাংলাদেশের জনগণ, তাদের উন্নতির জন্য এখনো বৈদেশিক সাহায্য, প্রবাসী বাংলাদেশীদের পাঠানো টাকা এবং বিদেশী এন জি ও দের ওপর নির্ভরশীল থাকছে। অবস্থার পরিবর্তনের জন্য বাজেটে কিছুই করার চেষ্টা নেই।

(২) পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যে অর্থনীতির এতোটা বৈষম্য সৃষ্টি হলে, বাংলাদেশ থেকে ভারতে

অনুপ্রবেশ বাড়তেই থাকবে।

এর সমাধান হচ্ছে বাংলাদেশের শিল্পের বিকাশের জন্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ানের ধাঁচে ভারত-বাংলাদেশ ট্রেড ফ্রি জোন তৈরী করা-অবশ্য বাংলাদেশে ইসলামিক সরকার যতদিন থাকবে সেটা সম্ভব নয়।

যাইহোক বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের বাজেট পাশাপাশি রাখলে এটা পরিস্কার হয়, উভয় বাজেটই দুই দরিদ্র সংসারের। দারিদ্র কাটানোর একমাত্র উপায় হচ্ছে শিক্ষা এবং পরিকাঠামোর বিস্তার। পশ্চিম বঙ্গের বাজেটে তাও বোঝা যাচ্ছে গরীব বাবা-মা ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে-যদিও পরিকাঠামোয় আরো অনেক বিনিয়োগ দরকার। বাংলাদেশের বাজেটে কোন দূরদৃষ্টিই চোখে পড়লো না-শিক্ষার পেছনে মাত্র ৮% খরচ, গরীব সংসারের দারিদ্র কাটানোর জন্য যথেষ্ট নয়। ধর্মের পেছনে রাষ্ট্রীয় খরচ শুধু টাকা-পয়সা নস্টই নয়, দেশের জনগণকে মধ্যযুগে ফেলে রাখার চক্রান্তও বটে।

Source:

[1]Bangladesh Budget:

<http://www.sdnpsbd.org/sdi/events/budget/2006-2007/>

[2] West Bengal Budget:

<http://www.wbgov.com/e-gov/english/Budget%202006/Budget06.htm>

ক্যালিফোর্নিয়া

৬/২৫/০৬